বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট
তথ্য মন্ত্রণালয়,ঢাকা।
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট জার্নাল

লেখকের জন্য জ্ঞাতব্য

১. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট জার্নাল বছরের একবার অর্থাৎ খ্রিস্টিয় বছরের জুন মাসে প্রকাশিত হয়।

২. এই জার্নালে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিল্পমান সমৃদ্ধ মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সুতরাং, অন্য কোথাও জমা হয়নি এমন প্রবন্ধই এই গবেষণা পত্রিকায় ছাপার জন্য বিবেচনা করা হয়।

৩. এই পত্রিকায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুইজন বিশেষজ্ঞ মূল্যায়নকারী দ্বারা মূল্যায়নের পর ইতিবাচক হলে তা প্রকাশিত হয়।

৪.এটি একটি দ্বিভাষিক গবেষণা পত্রিকা। ফলে শুধু বাংলা ভাষা ও ইংরেজিতে লিখিত প্রবন্ধই এই পত্রিকায় মুদ্রিত হয়ে থাকে।

৫. ইলেকট্রনিক ভার্সন (যথা-ওয়ার্ড এবং পিডিএফ) অথবা ছাপানো ফর্মে (প্রবন্ধের ২ কপি) ডাকযোগে লেখা পাঠানো যেতে পারে। ইলেকট্রনিক ভার্সনে লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে ঠিকানা হলো ই-মেইল: bctibd2013@gmail.com ওয়েবসাইট: www.bcti.gov.bd। ডাকযোগে পাঠানো লেখা মনোনীত হলে লেখার ইলেকট্রনিক ভার্সনও উপরিউক্ত ইমেইল ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে।

৬. লেখা পাঠানোর সময় প্রথম পাতায় প্রবন্ধের শিরোনাম, লেখকের পরিচিতি (প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়সহ,যদি থাকে), ইমেইল ঠিকানা ও ফোন নাম্বর যুক্ত করতে হবে। পরবর্তী পাতায় লেখার শিরোনামসহ একটি সার-সংক্ষেপ ও ছয়টি মূল শব্দসহ (Keyword) মূল লেখা শুরু করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে লেখকের নাম যুক্ত করা যাবে না।

৭.ক. বিজয়/ইউনিকোড লে-আউট ব্যবহার করে প্রবন্ধের টেক্সটে ১৫ ইঞ্চি ফাঁক রেখে ১৪ আকারের সুতন্নী এমজে ফন্টে দুইদিকে সমতা বিধান করে (justified) প্রবন্ধ জমাদান করতে হবে।
খ প্রবন্ধের ভেতরে অধ্যায় (Chapter) ও উপ-অধ্যায় (sub-chapter) থাকলে আরবি সংখ্যারীতি অবলম্বনে ১;১১;১১১ পদ্ধতিতে সাজাতে হবে।

গ. লেখার ভিতরে সারণি (table), গ্রাফ ও চিত্রাদি ইত্যাদি থাকলে সেগুলোর পর্যায়ক্রমিক নম্বর সন্নিবেশিত করতে হবে।

ঘ. প্রবন্ধের মূল লেখায় অতিরিক্ত টীকা (note) প্রদানের প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট অভিধার ওপর ঊর্ধ্বলেখায় (superscript) নম্বর প্রদান করে অন্ত-টীকা (end note) হিসেবে প্রদান করতে হবে। তবে অন্ত-টীকার ফন্টের আকার হবে ১২।

ঙ. লিখিত প্রবন্ধের প্রতি পৃষ্ঠার বাম দিকে ওপরের কোণায় প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত নাম যুক্ত করতে হবে।

চ. জমাদানকৃত প্রবন্ধের সীমা ৫০০০ শব্দের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।

ছ. বাংলা ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ বাংলা একাডেমির প্রমিত বানান রীতি অনুসরণপূর্বক প্রেরণ করতে হবে।

জ. প্রাপ্ত লেখা প্রাথমিক মনোনয়ন এবং বিশেষজ্ঞে মূল্যায়ন (রিভিউ) শেষে সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত ও জার্নালে মুদ্রিত হলে লেখককে নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট জার্নালে প্রকাশিত সকল লেখার স্বত্বাধিকারী হবে।

৮. উদ্ধৃতি ও রেফারেন্সের ব্যবহার

ক. লিখিত প্রবন্ধের অভ্যন্তরে (in-text) ব্যবহৃত উদ্ধৃতি সংক্ষিপ্ত হলে (২৫ শব্দ পর্যন্ত) একক উর্ধ্বকমা (inverted coma) সহযোগে একই অনুচ্ছেদে তা উল্লেখ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে লেখকের নাম, প্রকাশ সন ও পৃষ্ঠা (লেখক প্রকাশকাল: পৃষ্ঠা) প্রদান করতে হবে। তবে, ব্যবহৃত উদ্ধৃতি যদি ২৫ শব্দের বেশী হয়, তা স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে, তা বাম দিকের মার্জিন থেকে ১ ইঞ্চি ভেতরে চাপিয়ে (indent) উপস্থাপন করতে হবে। চাপিয়ে ব্যবহৃত স্বতন্ত্র উদ্ধৃতির জন্য কোন উর্ধ্বকমা ব্যবহারের দরকার নেই। তবে উদ্ধৃতির শেষে অবশ্যই লেখকের নাম, প্রকাশ সন ও পৃষ্ঠাসংখ্যা (লেখক প্রকাশকাল: পৃষ্ঠা) প্রদান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ফন্টের আকার ১ পয়েন্ট কম হবে।

উদাহরণস্বরূপ,

শ্রমিক যদি তার সবটা সময়ই নিজের এবং স্বপরিবারের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপায় উৎপাদনের জন্য চায়, তা হলে অন্যের জন্য বিনামূল্যে খেটে দেওয়ার সময় তার আর থাকে না। (মার্কস ১৯৮৮:১৫)

খ. প্রবন্ধের ভেতরে উদ্ধৃতির সূত্র উল্লেখ করার সময় বাঙালি লেখকের ক্ষেত্রে শেষ নাম বা পদবি, প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রথম বন্ধনিতে উল্লেখ করতে হবে। তবে মূল উদ্ধৃতিকে প্রবন্ধকার নিজের ভাষায় বর্ণনা করলে (paraphrasing) পৃষ্ঠা উল্লেখের দরকার নেই। আবার কোন উদ্ধৃতির মূল লেখক যদি প্রবন্ধকারের বাক্যের অংশ হয়ে যান, তাহলেও পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখের প্রয়োজন নেই। কেননা এ ক্ষেত্রে পাঠকের যাচাই করার দরকার নেই প্রবন্ধকার কতটুকু গ্রহণ বা বর্জন করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ,

ইসলাম (১৯৮২) ব্যাখ্যা করেন যে,.....ইত্যাদি

গ. যদি প্রকাশিতব্য প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় লিখিত হয়, সেক্ষেত্রে বিদেশি লেখকের নাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁদের বাংলা রূপটিই ব্যবহার করতে হবে। তবে বর্ণনা বা উদ্ধৃতির শেষে লেখকের নাম, প্রকাশকাল এবং পৃষ্টা সংখ্যা (যদি) ইংরেজিতে লিখতে হবে। কেননা, রেফরেন্স তালিকায় তা ইংরেজিতেই উল্লেখ থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, চমস্কি (Chomsky 1957) শিশুর ভাষা শিখন সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করে বলেন,'.....ইত্যাদি'।

ঘ. প্রবন্ধের অভ্যন্তরে দুই লেখকের নামের ক্ষেত্রে প্রথম বন্ধনীর ভেতরে শূধু 'ও' দিয়ে দুই লেখককে যুক্ত করতে হবে (যেমন-মুসা ও ইলিয়াস ১৯৯৪)। তবে লেখক সংখ্যা দুইয়ের অধিক হলে প্রথম লেখকের শেষ নাম ব্যবহার করে তার সাথে 'অন্যান্য ' যুক্ত করতে হবে, যথা- 'হাবার্ট ও অন্যান্য ২০০২' (Herbet et al.2002)। এ ক্ষেত্রে মূলত ইংরেজি et al. শব্দ-বন্ধের বাংলা রূপান্তর করা হয়েছে 'অন্যান্য' রূপে।

ঙ. প্রবন্ধের মূল পাঠের শেষে নিচের পদ্ধতিতে রেফারেন্স তালিকা তৈরি করতে হবে

- বই থেকে (বইয়ের নাম বাঁকা [*Italic*] ফন্টে হবে)

  মার্কস, কার্ল (১৯৮৮)। *পুঁজি*। মস্কো:প্রগতি প্রকাশন

  Chomsky. N.A. (1957). *Syntactic Structure*. The Hague: Mouton
- পত্রিকা থেকে (পত্রিকার নাম বাঁকা [*Italic*] ফন্টে হবে)

  রহমান, মো. মাহবুবুর (২০১৬)। বস্তি উন্নয়ন নীতি: টাঙ্গাইলে পরিচালিত একটি গবেষণা। *সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা*, খন্ড ১০, সংখ্যা ১০,৯১-১০৩
- সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে (বইয়ের নাম বাঁকা [*Italic*] ফন্টে হবে এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে)

  মুসা ও ইলিয়াস(১৯৯৪)। বাংলা ভাষার প্রচলিত ইংরেজি শব্দ *বাঙালির বাঙলাভাষা চিন্তা* [সম্পা.মনসুর মুসা], ২২৫-২৩৮। ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ [বইয়ের সম্পাদক একাধিক হলে প্রধান বা প্রথম সম্পাদকের পূর্ণনাম লিখে 'ও অন্যান্য' যুক্ত করতে হবে।]
- ইন্টারনেট থেকে

  Nazir. B. (2012). Gender Patterns on Face book: A Sociolinguistic Perspective.Retrieved/Accessed on February 21, 2018, from http://www.macrothink.org/journal/index.php/jjl/article/viewFile/1899/pdf

চ. ইংরেজি লেখার ক্ষেত্রে APA রেফারেন্সিং স্টাইল গাইড ভার্সন-7 অনুসরণ করতে হবে।

৯. রেফারেন্স তালিকায় বর্ণানুক্রমিকভাবে প্রথমে বাংলা গ্রন্থের নাম এবং পরে ইংরেজি ও অন্যভাষায় লিখিত গ্রন্থের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১০. উল্লিখিত রেফারেন্স নীতিমালা না মেনে লিখিত ও জমাদানকৃত প্রবন্ধ মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করা হবে না।

১১. কোন রেফারেন্স নীতিমালা না মেনে লেখা জমাদান কুম্ভীলকবৃত্তি/চৌর্যবৃত্তির (Plagiarism) পর্যায়ে পড়ে। তাই এ ধরনের লেখা জমাদান থেকে বিরত থাকার জন্য প্রবন্ধকারদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।